“হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দান করো
আর আখিরাতেও কল্যাণ দাও।”

ক্যারিয়ার গঠন ও দক্ষতা উন্নয়ন

ক্যারিয়ার গঠন
ও দক্ষতা উন্নয়ন

মুসলিম যুবসমাজের নৈতিক ও ব্যবহারিক মানোন্নয়নের গাইডলাইন

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

সবুজপত্র

অর্পণ-

আমাদের মুসলিম তরুণ সমাজকে-
যারা উন্নত ক্যারিয়ার ও টেকসই দক্ষতা নিয়ে
এগিয়ে আসছে, দেশ ও জাতি বিনির্মাণে...।

যাদের অনুপ্রেরণা ও দিক-নির্দেশনায়
সমৃদ্ধ হয়েছে গ্রন্থখানি,
আমার পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব-

শাহ আব্দুল হান্নান
ড. আব্দুল বারী
ডা. আমিনুল ইসলাম
ব্যারিস্টার হামিদ হোসাইন আযাদ

সূচিপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা
লেখকের কথা	১১
প্রথম অধ্যায়: ক্যারিয়ার গঠনের গুরুত্ব, লক্ষ্য ও ক্ষেত্র	২৫
জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলিমদের পিছিয়ে থাকার ফল	২৭
নেতৃত্ব দিতে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রয়োজন	২৮
যোগ্যতা অর্জন সময়ে দাবি	৩৫
কোন্ ধরনের যোগ্যতা অর্জন করতে হবে	৪৪
ক্যারিয়ার গঠন ও প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্য	৪৯
ক্যারিয়ারকেন্দ্রিক কয়েকটি কথা	৫৭
ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে কয়েকটি কথা	৬৮
ক্যারিয়ারের লক্ষ্য ও বিষয় নির্বাচন	৭০
আপনি কোন্ বিষয় পড়বেন?	৭১
ক্যারিয়ারের কয়েকটি ক্ষেত্র	৭২
দ্বিতীয় অধ্যায়: ক্যারিয়ার গঠন ও প্রতিভা বিকাশে ব্যক্তি, পরিবার, শিক্ষক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজ-সংগঠন ও রাষ্ট্রের ভূমিকা	৮২
মেধা বিকাশের চারটি স্তর	৮২
প্রতিভা বিকাশে ব্যক্তির ভূমিকা	৮৩
প্রতিভা বিকাশে আগ্রহী ব্যক্তিকে যেসব গুণের অধিকারী হতে হয়	৮৭
প্রতিভা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় বিষয়	৯৫
ক্যারিয়ার গড়তে পরিবারের ভূমিকা	৯৯
ক্যারিয়ার গঠনে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা	১০৩
কমিউনিটি বা স্থানীয় জনসাধারণের ভূমিকা	১০৯
প্রতিভা বিকাশে শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা	১১০
একটি শিক্ষণীয় গল্প	১১৬
ক্যারিয়ার ও সমাজ-সংগঠন	১১৭
তৃতীয় অধ্যায়: ক্যারিয়ার গঠনে ব্যক্তিগত সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকার	১২২
সমস্যা সমাধানে কতিপয় পরামর্শ	১২২
সমস্যা সম্পর্কে কয়েকটি কথা	১২৪

ব্যক্তিগত কতিপয় সমস্যা	১২৮
আর্থিক সমস্যা ক্যারিয়ার গঠনে প্রতিবন্ধক	১৩৯
ক্যারিয়ার গঠনে সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকার	১৪২
বাংলাদেশের বর্তমান ছাত্ররাজনীতির কতিপয় বৈশিষ্ট্য	১৪৫
চতুর্থ অধ্যায়: ক্যারিয়ার গঠনে দেশ-বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা	১৪৯
উচ্চশিক্ষা নেয়ার গুরুত্ব	১৪৯
উচ্চশিক্ষা ও ভোকেশনাল ট্রেনিং	১৫৩
ক্যারিয়ার গঠন ও বিদেশে উচ্চশিক্ষা	১৫৫
পঞ্চম অধ্যায়: ভারসাম্যপূর্ণ জীবন	১৬৪
ভারসাম্যপূর্ণ জীবন : গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও কতিপয় দিক	১৬৪
একজন মুসলিম যুবককে যেসব কাজ করতে হয়	১৭১
শরীরের হক, পরিবারের হক ও দায়িত্বের হক পালন করা	১৭৪
আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ-খবর নেয়া	১৭৮
প্রতিবেশীর হক আদায় করা	১৭৯
প্রতিবেশী হিসেবে সকলের হক আদায় করতে হয়	১৮০
মানুষের হক আদায় করা	১৮০
সমাজসেবক ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে ভূমিকা পালন	১৮২
সমাজের সর্বস্তরে ইসলামী জীবনাদর্শের প্রচার-প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা	১৮৩
পড়াশোনা	১৮৭
উপসংহার	১৮৮
ষষ্ঠ অধ্যায়: সময়ব্যবস্থাপনা	১৮৯
সময়ের বৈশিষ্ট্য	১৮৯
কুরআন-হাদীসে সময় সম্পর্কে বর্ণনা	১৯২
সময়ের গুরুত্ব	১৯৪
সময়ের সদ্ব্যবহারে মুসলিমদের দায়িত্ব	১৯৫
সময় ব্যবস্থাপনার অর্থ	১৯৬
সময় ব্যবস্থাপনার উপকারিতা	১৯৭
অপরিকল্পিত সময় ব্যয়ের অপকারিতা	১৯৯
পরিকল্পিত সময় ব্যয় না হওয়ার কারণ	১৯৯
সময় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখা দরকার	২০৩
সময়ব্যবস্থাপনায় আপনি কি? সিরিয়াস?	২০৪
সময়-ব্যয় পর্যালোচনা	২০৫
কীভাবে সময়ব্যবস্থাপনা করবেন	২০৫

প্রথম অধ্যায়
ক্যারিয়ার গঠনের গুরুত্ব, লক্ষ্য ও ক্ষেত্র

ক্যারিয়ার গঠনের গুরুত্ব

আমরা আল্লাহর সৃষ্টিবৈচিত্র্যের দিকে তাকালে বিভিন্ন ধরনের ফল-ফলাদি, গাছ-গাছালি, পাখ-পাখালি ও নানা ধরনের কীটপতঙ্গ দেখতে পাই। মানবসমাজের বহুমুখী প্রয়োজন পূরণে আল্লাহ তাআলা এসব কিছু সৃষ্টি করেছেন। বাগানে হরেক রকম ফুল-ফল, নদীতে বিভিন্ন স্বাদের মাছ, জমিতে নানা প্রকৃতির শষ্য উৎপন্ন হয়। হয়তো এসবকিছুর কোনো একটি কারো অপছন্দ বা অপ্রয়োজন হতে পারে, কিন্তু তা অনেকেরই প্রয়োজন বলে আল্লাহ তাআলা সব ধরনের জিনিস সৃষ্টি করেছেন। অনুরূপ কোনো একটি সমাজ পরিচালনার জন্য সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ দরকার। সমাজের সব মানুষের মেধা ও যোগ্যতা যেমনি সমান নয়, তেমনি একই ক্ষেত্রে সবার দক্ষতাও সমান থাকে না। এজন্য সমাজের একেকজন মানুষকে একেক ধরনের যোগ্যতা দিয়ে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন। মানুষের বহুমুখী যোগ্যতার বিকাশ যে সমাজ যত কার্যকরভাবে করতে পারে সে সমাজ তত উন্নত।

বর্তমানে ইউরোপ-আমেরিকা কেন বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে

বর্তমানে ইউরোপ-আমেরিকাসহ পাশ্চাত্য বিশ্ব দুনিয়ায় কর্তৃত্ব করছে। তারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে শীর্ষে, তথ্য ও প্রযুক্তিতে অনেক উন্নত। কেননা, তারা তাদের প্রতিভাবানদের মেধা বিকাশে সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। তাদের বিজ্ঞানীরা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় জ্ঞান গবেষণায় লিপ্ত রয়েছেন এবং এর বিষয়ে নতুন নতুন উপায় আবিষ্কার করেছেন। আধুনিক কম্পিউটার, মোবাইল, টেলিফোন, উড়োজাহাজ প্রভৃতি বিজ্ঞানেরই অবদান। কিন্তু কারা এসব কিছু আবিষ্কার করছেন। ড. জন এটানসফ ১৯৪২ সালে গবেষণার কাজে ব্যবহারের জন্য বায়ুশূন্য টিউব

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্যারিয়ার গঠন ও প্রতিভা বিকাশে ব্যক্তি, পরিবার, শিক্ষক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজ, সংগঠন ও রাষ্ট্রের ভূমিকা

প্রতিভা বিকাশে ব্যক্তিকে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হয়। তবে ব্যক্তির সাথে পরিবার, শিক্ষক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজ ও রাষ্ট্রকেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হয়। তবে সমাজ বা রাষ্ট্র মেধা বিকাশের পথ সুগম করে দিতে পারে; মেধার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধন করতে পারে না। মেধা বিকাশের মূল দায়িত্ব ব্যক্তিকেই পালন করতে হয়। এক্ষেত্রে সমাজ ও ব্যক্তির দায়-দায়িত্ব ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যেমন– কোনো একটি ফুল বাগানের মালি পানি ঢেলে বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে পারে, কিন্তু ইচ্ছা করলেই সে ফুল ফোটাতে পারে না। আবার তার পরিচর্যার অভাবে অনেক ফুল অকালেই ঝরে পড়ে যায়। তেমনি রাষ্ট্র ইচ্ছা করলেই কারো মেধার বিকাশ ঘটাতে পারে না; রাষ্ট্র বা সমাজ মেধা বিকাশের পথ সহজ করে দিতে পারে। ব্যক্তি মেধা বিকাশে আন্তরিক হলে সমাজ বা রাষ্ট্রের সহযোগিতা তার মেধা বিকাশে সহায়ক হয়।

মেধা বিকাশের চারটি স্তর

১. শৈশব ও কৈশোর

শিশু বয়স থেকে উত্তমভাবে তত্ত্বাবধান না করার কারণে অনেক শিশুর মেধা বিকশিত হতে পারে না। শিশুদের মেধা বিকাশে পিতামাতা ও রাষ্ট্রের ভূমিকাই বেশি। কারণ, সে বয়সে ভালো-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ বোঝার বয়স তার হয় না। এই সময় স্কুল শিশুর প্রতিভা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ। এই স্তরে কোন্ শিশুর কী ধরনের মেধা আছে তা অনুসন্ধান করতে হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

ক্যারিয়ার গঠনে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক প্রতিবন্ধকতা ও প্রতিকার

একজন শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত, একাডেমিক, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। একাডেমিক সমস্যা প্রত্যক্ষভাবে পড়াশোনার সাথে সম্পৃক্ত। আর পারিপার্শ্বিক সমস্যা পড়াশোনার উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে। এসব সমস্যার কারণে একজন ছাত্র বা ছাত্রী পড়াশোনার প্রতি মনোযোগ দিতে পারে না কিংবা ভালোভাবে পড়াশোনা করতে পারে না। তাই ক্যারিয়ার গঠনে প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে ব্যক্তি ও সমাজের দায়িত্ব রয়েছে।

সমস্যা সমাধানে কতিপয় পরামর্শ

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জীবনেই কমবেশি সমস্যা থাকে। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাজীবনের নানামুখী সমস্যা সমাধানে নিচে কতিপয় পরামর্শ দেয়া হলো:

১. সমস্যা চিহ্নিতকরণ

সমস্যা সমাধানে প্রথমেই সমস্যাসমূহ চিহ্নিতকরণ জরুরি। একজন ব্যক্তির সমস্যা কী তা চিহ্নিত করতে না পারলে তার পক্ষে সমাধান বের করা কঠিন। অতএব, আপনার শিক্ষাজীবনের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করুন, তারপর সমাধানের উদ্যোগ নিন।

২. সমস্যার কারণ অনুধাবন ও নিজেই সমাধানের চেষ্টা করা

কোনো ডাক্তার যত ভালো হোন না কেন, রোগীর রোগ নির্ণয় করতে না পারলে সঠিক চিকিৎসা দেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। অনুরূপ আপনার সমস্যা সমাধানের পূর্বশর্ত হচ্ছে প্রথমত, আপনার প্রকৃত সমস্যা অনুধাবন করতে হবে। এরপর কী কারণে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা বুঝতে হবে। তারপরই সমস্যা সমাধানের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করতে হয়। প্রথমত নিজেকেই উদ্যোগ নিতে হয়। মনে

চতুর্থ অধ্যায়

ক্যারিয়ার গঠনে দেশ-বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা

উচ্চশিক্ষা নেয়ার গুরুত্ব

আপনি বাংলাদেশে অনার্স/মাস্টার্স কিংবা এইচএসসি/এ লেভেল শেষ করেছেন? এখন উচ্চশিক্ষা নিতে চান, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চান, তাই না? আপনি ভাবছেন কোথায় ভর্তি হবেন? আপনি কি এইচএসসি পাস করে মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং ইউভার্সিটি বা সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির স্বপ্ন দেখছেন? অথবা, মাস্টার্স শেষ করে আরও উচ্চশিক্ষার কথা ভাবছেন? নিশ্চয়ই ছোটবেলা থেকেই আপনার উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন আছে। থাকবে না কেন? আপনার মেধা আছে, প্রতিভা আছে। আপনার মেধা ও প্রতিভাকে কাজে লাগালে আপনি অর্জন করতে পারেন অনেক ডিগ্রি। ডক্টরেট ডিগ্রি, বার-এট-ল, এমবিএ কিংবা মেডিক্যাল সায়েন্সের ওপর উচ্চশিক্ষা নিয়ে আপনার প্রতিভা কাজে লাগাতে পারেন। এখন প্রয়োজন তীব্র আকাঙ্ক্ষা আর অধ্যবসায়।

এখন আপনাকে ভাবতে হবে, কোথায় উচ্চশিক্ষা নেবেন। দেশে না বিদেশে? দেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ ও মান বৃদ্ধির জন্য দেশের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থাকে কাজে লাগাতে পারেন। আপনি বিদেশে উচ্চশিক্ষার কথা ভাবলে অনেক দেশে যেতে পারেন। স্কলারশিপ নিয়ে যেতে পারেন কিংবা নিজ খরচে পড়তে পারেন। আপনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিকানা সংগ্রহ করে লিখুন। স্কলারশিপের জন্য চেষ্টা করুন। যদি একাধিক দেশে বা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেয়ে যান তাহলে সিদ্ধান্ত নিন কোথায় ভর্তি হবেন।

দেশ-বিদেশে যেখানেই উচ্চশিক্ষা নিতে চান নিতে পারেন। তবে উচ্চশিক্ষা নেয়ার আগে কেন আপনি উচ্চশিক্ষা নিতে চান তা পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন। কারণ, কোনো দেশের উন্নয়নের জন্য ঢালাওভাবে উচ্চশিক্ষা নেয়ার পরিবর্তে সুস্পষ্ট টার্গেটভিত্তিক উচ্চশিক্ষা নেয়া প্রয়োজন। এজন্য সরকার ও ব্যক্তির উচ্চশিক্ষা টার্গেটের মধ্যে সমন্বয় সাধন প্রয়োজন।

পঞ্চম অধ্যায়

ভারসাম্যপূর্ণ জীবন

ভারসাম্যপূর্ণ জীবন : গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও কতিপয় দিক

ভারসাম্যপূর্ণ জীবন মানে আত্মগঠন, ছাত্রত্ব, পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের মধ্যে সমতা রক্ষা করে নিজের প্রতিভা বিকাশের নিরলস প্রচেষ্টা চালানো এবং মানবজীবনে যত প্রয়োজন রয়েছে সকল প্রয়োজন পূরণে সদা সচেষ্ট থাকা; কোনো একটির দিকে অধিক ঝুঁকে অন্যদিক ক্ষতিগ্রস্ত না করা। একটির প্রতি অধিক ঝুঁকে অপরটি ক্ষতিগ্রস্ত করলে শুধু একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনেই ক্ষতি সীমাবদ্ধ থাকে না বরং এ কারণে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রেরও ক্ষতি সাধিত হয়। তাই ব্যক্তির সকল কাজের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা অপরিহার্য। আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

«مَا أَحْسَنَ الْقَصْدَ فِي الْغِنَى، مَا أَحْسَنَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ، وَأَحْسَنَ الْقَصْدَ فِي الْعِبَادَةِ»

"সুসময়ে মধ্যমপন্থা অবলম্বন কতই না উত্তম! দুঃসময়ে মধ্যমপন্থা কতই না উত্তম! ইবাদতে মধ্যমপন্থা কতই না উত্তম!"[১]

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, সর্বাবস্থায় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা মুমিন জীবনের বৈশিষ্ট্য।

ভারসাম্য মানবজীবনের জন্য অপরিহার্য

আল্লাহ তাআলা ভারসাম্যপূর্ণভাবেই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। ইসলামে প্রদর্শিত সকল কিছুই স্বভাবসম্মত ও ভারসাম্যপূর্ণ। মানুষের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে তাকালে খুব সহজেই অনুভূত হয় যে, আল্লাহ তাআলা দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটির সাথে আরেকটির সংযোগ ও সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে কী অপূর্ব ভারসাম্য

১. হাদীসটি যঈফ। যঈফাহ লিল আলবানী: ২১৬৪।

ষষ্ঠ অধ্যায়
সময়ব্যবস্থাপনা

প্রখ্যাত লেখক Johnson বলেছেন, 'If you are taking up study seriously, you need to gain the maximum benefit from your study time.' (অধ্যয়নকে যদি তুমি খুব গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ কর, তাহলে অধ্যয়নের সময় থেকেই তোমাকে সর্বোচ্চ সুবিধা পেতে হবে।)

শুধু ছাত্রদের জন্য নয়; সকলের জন্যই সময়ের মূল্য অপরিসীম। সময় যথাযথভাবে কাজে না লাগালে জীবনে কোনো কিছু অর্জন করা সম্ভব নয়। যারা সময়ের মূল্য বোঝে না, তাদের কাছে জীবনের কোনো মূল্য নেই।

সময়ের সঠিক ব্যবহারের উপরই জীবনের সফলতা নির্ভরশীল। যিনি তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারেন, তিনি দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ লাভ করেন, দুনিয়াতে বিশেষ অবদান রাখতে পারেন। আর যিনি অবহেলায় সময় নষ্ট করেন তার পক্ষে দুনিয়াতে বিশেষ কোনো অবদান রাখা সম্ভব নয়।

অতীতে মুসলিমদের গৌরবদীপ্ত ইতিহাস যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা সময়কে যথ াযথ কাজে লাগিয়েছেন।

দুঃখের বিষয়, বর্তমানে অনেক মুসলিমই সময়সচেতন নন। ফলে তাদের পক্ষে বড় ধরনের অবদান রাখা সম্ভব হয় না। দুনিয়াতে সফল ও ব্যর্থ লোকদের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে, সফল ব্যক্তিরা জীবনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য সময়ের সদ্ব্যবহার করেন, আর ব্যর্থ লোকদের কোনো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই এবং তারা অবহেলায়, গালগল্পে প্রচুর সময় অপচয় করে।

সময়ের বৈশিষ্ট্য

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা ড. ইউসুফ আল কারযাভী রাহিমাহুল্লাহ সময়ের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে চমৎকার আলোচনা করেছেন। উক্ত আলোচনার উপর ভিত্তি করে নিচে সময়ের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

সপ্তম অধ্যায়

দক্ষতা উন্নয়ন

স্টাডি, রিডিং, মেমোরাইজিং ও নোট টেকিং

স্কিলস বলতে কী বুঝায়

স্কিলস মানে কোনো বিষয় উত্তমভাবে করার 'দক্ষতা'। ইংরেজিতে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, "The ability to do something well" কারো কোনো বিষয়ে দক্ষতা আছে বলতে বুঝায়, উক্ত বিষয়ে তার যথেষ্ট জ্ঞান আছে। তার কাছ থেকে ঐ বিষয়ের খুঁটিনাটি জানা যায় এবং তিনি বিভিন্ন ধরনের তথ্য দিতে সক্ষম। এ কারণে কেউ ব্যবস্থাপনায় ভালো হলে বলা হয়, তিনি একজন দক্ষ ব্যবস্থাপক। আর কারো যোগ্যতা থাকার পরও দক্ষতা কম থাকলে বলা হয়, তার যোগ্যতা আছে কিন্তু দক্ষতা নেই। তাই কেউ কেউ বলেন, কোনো বিষয়ে পরিপক্ব জ্ঞান ও বাস্তবভিত্তিক জ্ঞানের নামই 'দক্ষতা'। দক্ষ ব্যক্তিরা Efficiency-র সাথে নিখুঁতভাবে যেকোনো কাজ করতে পারেন।

দক্ষতা উন্নয়নের গুরুত্ব

দক্ষতা ছাড়া কোনো কাজ সুন্দরভাবে করা সম্ভব হয় না। তারার চারপাশে যেমনভাবে গ্রহেরা ঘুরে বেড়ায়, তেমনি দক্ষ ব্যক্তিদের চারপাশে মানুষ ঘুর ঘুর করে। বিভিন্ন প্রয়োজনে তাদের কাছেই ছুটে যায়। ব্যক্তিগত জীবনে উন্নতি করতে হলে কোনো একটা ফিল্ডে দক্ষতা অর্জনের বিকল্প নেই। দক্ষ ব্যক্তিরা অল্প সময়ে যে কাজ সুচারুরূপে বাস্তবায়ন করতে পারে, অদক্ষ ব্যক্তিরা প্রচুর সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় করেও সে কাজটি করতে পারে না। তাই ব্যক্তির প্রয়োজনেই দক্ষতা বৃদ্ধি জরুরি। উপরন্তু যারা একটি সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেন তারা শুধু যোগ্য হলেই চলবে না, তাদেরকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ হতে হবে। একদল সৎ, যোগ্য ও দক্ষ লোক সমাজবিপ্লবের চেষ্টা করলে মানুষ তাদের ডাকে সাড়া দেয় এটাই ঐতিহাসিক

অষ্টম অধ্যায়

রাইটিং অ্যান্ড রিসার্চ স্কিলস

(লেখা ও গবেষণার দক্ষতা অর্জন)

লেখার গুরুত্ব

বক্তব্য ও লেখা দীন প্রচারের অন্যতম মাধ্যম। বক্তব্য উপস্থিত লোকেরা শুনতে পায়। কিন্তু লেখা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মন-মননেও রেখাপাত করে। এই কারণে লেখার আবেদন দীর্ঘস্থায়ী। তাই যাদের যোগ্যতা আছে লেখনীর মাধ্যমে ইসলামের সার্বজনীন আদর্শের পয়গাম মানুষের কাছে তুলে ধরা আবশ্যক। হিশাম আল তালিব লেখার উদ্দেশ্য এভাবে তুলে ধরেছেন-

"লেখা হচ্ছে একটি বহুমুখী হাতিয়ার। অন্যকে জানানোর জন্য, বোঝানো বা উপদেশের মাধ্যমে নিজের মতে আনার জন্য, উৎসাহিত করার জন্য, এমনকি ভীতি প্রদর্শনের জন্য আমরা লিখে থাকি। ভালো লিখতে পারা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ লেখা-

১. বিভিন্ন ধারণা এবং তথ্যকে এমন স্থায়ী রূপ দেয়, যা সহজে রেফারেন্স এবং উদ্ধৃতির জন্য পাওয়া যায়।
২. লেখায় ব্যক্ত মন বা বাণী অনুযায়ী অন্যকে কাজে উৎসাহিত করে।
৩. বৃহত্তর পরিসরে শ্রোতাদের জন্য লেখকের ধারণাসমূহকে ছড়িয়ে দেয়ার মাধ্যমে লেখকের সময় বাঁচায়।
৪. সংক্ষিপ্ত এবং যৌক্তিক আকারে নতুন বা বিভিন্ন প্রকারের ধারণা পেশ করে পাঠকদের গাইড বা পথপ্রদর্শন করে।
৫. লেখককে পাঠকের কাছে পরিচিত করিয়ে লেখকের কর্তৃত্ব এবং আস্থাশীলতা প্রতিষ্ঠিত করেন।
৬. সংক্ষেপে নির্ভুলভাবে, স্থায়ীভাবে কাজের বিভিন্ন গতিধারা উল্লেখ করে সফলতার সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়।
৭. দাওয়াতি কাজের একটি কার্যকর মাধ্যম বা উছিলা।"

নবম অধ্যায়

বক্তৃতাদানের কৌশল

বক্তৃতাদানের গুরুত্ব: বক্তৃতা মানুষের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। অতীতে যারা বিভিন্ন আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের বক্তৃতা শুনেই মানুষ উজ্জীবিত হয়েছে, জীবন বিলিয়ে দিয়েছে। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন কায়েম করতে হলেও সাধারণ মানুষের মন-মননে নাড়া দিতে হবে, তাদের জাগিয়ে তুলতে হবে। মানুষের মধ্যে সাড়া জাগানোর জন্য উত্তমভাবে দীনের কথা পেশ করা উচিত। কারণ, যেকোনো আদর্শের সাথে সাধারণ মানুষকে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে উক্ত আদর্শ প্রচারকদের বক্তৃতা মানুষের মন-মননে কতটুকু নাড়া দিতে পারে তা গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণ মানুষ তাত্ত্বিক বই পড়ে আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয় না, তারা আদর্শ প্রচারকদের কথা শুনেই আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

আল্লাহ সকলকে বক্তৃতা প্রদানের সমান যোগ্যতা দান করেননি: আল্লাহ তাআলা বক্তৃতার যোগ্যতা সকলকে সমানভাবে দান করেননি। কেউ সাধারণ একটি কথাও অল্প কথায়, মিষ্টি ভাষায় সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। আর কেউ অতি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে গিয়েও জড়তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। নবী-রাসূলদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সকল নবীকে একই দীনের দাওয়াত দেয়ার দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়ায় পাঠানোর পরও সকলের বক্তৃতা রাখার যোগ্যতা এক ধরনের ছিল না। দাউদ আলাইহিস সালামের কথা শোনার জন্য মাছেরাও নদীর কূলে ভিড় জমাতো। অপরদিকে, মূসা আলাইহিস সালামের মুখের জড়তার কারণে আল্লাহ তাআলা তাঁর ভাই হারুন আলাইহিস সালামকে তাঁর সহযোগী নবী করে পাঠান। মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর জিহ্বার জড়তা দূর করার জন্য আল্লাহর কাছে এভাবে দোয়া করেছিলেন,

﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝٢٥ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۝٢٦ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ۝٢٧ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝٢٨﴾

দশম অধ্যায়
পরীক্ষার টেকনিক

পরীক্ষা কী?

ছাত্রজীবনে 'পরীক্ষা' শব্দটি খুবই পরিচিত। পরীক্ষা হচ্ছে মেধা যাচাই ও পড়াশোনার অগ্রগতি মূল্যায়নের মাধ্যম। যদিও কখনও কখনও একজন ভালো ছাত্র পরীক্ষার সময় ঘাবড়ে গিয়ে খারাপ করে, অথচ তার চেয়ে কম মেধার ছাত্র ভালো রেজাল্ট করে।[১] এ ধরনের কিছু বাস্তব ঘটনা থাকলেও পরীক্ষার মাধ্যমেই অগ্রগতি মূল্যায়ন হয়। কেউ পরীক্ষায় পাস না করলে এক ক্লাস থেকে আরেক ক্লাসে উত্তীর্ণ হতে পারে না।

এ কারণে পরীক্ষাকে কেউ কেউ এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন, The way people connected with schools or ther aspeects of your life evaluate your perfomance. Exams are also a way of informing you of your current progress and ability. (পরীক্ষা হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে স্কুলের সাথে যুক্ত বা শিক্ষার্থীর জীবনের বিভিন্ন দিকের সাথে যুক্ত ব্যক্তিবর্গ তার কর্মক্ষমতাকে মূল্যায়ন করতে পারে। পাশাপাশি পরীক্ষা পদ্ধতি একজন শিক্ষার্থীকে তার চলমান যোগ্যতা ও উন্নতির প্রকৃত তথ্য দিতে পারে।)[২]

পরীক্ষার প্রকারভেদ

পরীক্ষা অনেক ধরনের ও অনেকভাবে হতে পারে। একে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যদিও আগে Subjective Exams-এর প্রচলন বেশি ছিল, কিন্তু বর্তমানে Objective Exam-এর প্রচলন বেশি। বিশেষত O Level, A Level, IELTS, TOFEL, GMAT-সহ বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র Objective হয়। Objective প্রশ্নের ধরন নিম্নরূপ:

১. **সত্য/মিথ্যা (True/False):** কোনো একটি স্টেটমেন্ট সত্য কি মিথ্যা তা শুধু টিক চিহ্ন দিতে হয়।

---

১. পরীক্ষা হলো ভাগ্যের ব্যাপার। পরীক্ষায় আদৌ পড়া হয়নি এমন প্রশ্নও আসতে পারে। পরীক্ষকের মানসিকতার উপর ভালো নম্বর পাওয়া না পাওয়া নির্ভরশীল।

২. Abid. Famanoff, Majorie Reinwald, P 118.

একাদশ অধ্যায়

ল্যাংগুয়েজ স্কিলস

মাতৃভাষার বাইরে আরও কিছু ভাষা শিখুন

সকল প্রাণীরই ভাষা আছে

ভাষা যোগাযোগের বাহন। আল্লাহ তাআলা প্রাণী সৃষ্টি করার পর তাদের ভাষা দান করেছেন। আল্লাহ কেবল মানুষকে বাকশক্তি দান করেননি, অন্যান্য প্রাণীরও ভাষা আছে। তারা ভাষা প্রয়োগ করে এক অপরের সাথে যোগাযোগ করে। যেমন কাক 'কা কা' করে ডাকে, কুকুর 'ঘেউ ঘেউ' করে আর 'মিঁউ মিঁউ' করে বিড়াল। ছোট ছোট মোরগের বাচ্চা তাদের মায়ের ডাকে অনেক দূর থেকে দৌড়ে আসে। কোথাও মধু, চিনি বা কোনো খাবার পড়ে থাকলে কোনো একটি পিঁপড়া তা দেখলে মুহূর্তের মধ্যে অনেক পিঁপড়ার ভিড় জমে যায়। এভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অন্যান্য প্রাণী শুধু নিজের কথা বোঝে না, মানুষের কথাও বোঝে। আপনার বাড়িতে যদি গরু, ছাগল, ককুর, বিড়াল বা এই ধরনের কোনো প্রাণী থাকে তাহলে দেখবেন একটি কুকুর যদি ঘরে ঢুকতে চায়, আপনি দূর থেকে তাকে লক্ষ্য করে কিছু বললে সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হয়ে যায়। আবার হাতে কোনো খাবার নিয়ে পাখপাখালিকে ডাকলে দূর থেকে কাছে চলে আসে।

আল্লাহর প্রিয় নবী-রাসূলদের কেউ কেউ প্রাণীদের কথাও বুঝতেন। যেমন সোলাইমান আলাইহিস সালাম পাখির সাথে কথা বলতেন।[১] দাউদ আলাইহিস সালামের সুললিত কণ্ঠে আল্লাহর বাণী শোনার জন্য মাছেরাও ভিড় জমাতো।[২] আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে একটি খেজুর

১. সূরা ২৭, আন-নাম্ল ১৬।

২. ইবনে কাছীরের সূরা ২, আল-বাকারার ৬৫-৬৬ আয়াতের তাফসীরে, মাছেরা আল্লাহর হুকুমেই নদীর ধারে আসত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দাউদ (আ)-এর কণ্ঠ শোনার জন্য মাছেদের ভির জমার কথা পাইনি। সূরা ৩৮, সোয়াদের ১৮-১৯ আয়াতে পর্বতমালা এবং পাখিদের আনুগত্যের কথা বলা হয়েছে।

দ্বাদশ অধ্যায়

কর্মজীবন: ছাত্রজীবনেই প্রস্তুতি নিন

ছাত্রজীবনের শেষ লগ্নে কর্মজীবনের প্রস্তুতি নিন

ছাত্রত্ব শেষ হওয়ার শেষ লগ্নে কর্মজীবনের পেশা সম্পর্কে ভাবতে হয় এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে হয়। সাধারণত মাধ্যমিক শিক্ষাশেষে উচ্চশিক্ষা নেয়ার আগেই কর্মজীবনের লক্ষ্য সামনে রেখে বিষয় নির্বাচন করতে হয়, কিন্তু কখনও কখনও বাস্তবতার আলোকে কর্মজীবনের পেশা ও ছাত্রজীবনের পড়াশোনার বিষয়ে মিল থাকে না। আবার কখনও কাঙ্ক্ষিত ক্ষেত্রে কর্মজীবন শুরু করার মধ্যবর্তী সময়ে অন্য কোনো ক্ষেত্রে কিছু সময় কাজ করতে হয়। তাই ছাত্রজীবন শেষ করার আগেই কর্মজীবনের বাস্তবমুখী পরিকল্পনা নেয়া দরকার। ছাত্রজীবন শেষ হলে কোন্ ধরনের কাজের সূচনা করবেন তা আগেভাগে ঠিক করে না রাখলে হতাশ হতে হয়।[১] আর হতাশার কারণেই শিক্ষিত যুবসমাজের একটি অংশ চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজিসহ বিভিন্ন ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এর ফলে সমাজ দূষিত হয়। তবে ছাত্রছাত্রীদের কর্মজীবন সম্পর্কে বাস্তবমুখী পরিকল্পনা নেয়ার ক্ষেত্রে সমাজ সংগঠন ও রাষ্ট্রেরও দায়িত্ব রয়েছে।

পেশা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে উম্মাহর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিন: কর্মজীবনে পেশা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি মেধা ও ঝোঁক-প্রবণতার সাথে উম্মাহর প্রয়োজনের কথা বিবেচনায় রাখা উচিত। দুনিয়ার যশ-খ্যাতি ও অর্থ উপার্জন বিবেচনায় রাখা ঠিক নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কেউ কেউ বিসিএস পরীক্ষায় কাস্টমস এক নম্বর চয়েস দেন। এর কারণ কাস্টমসে প্রচুর অবৈধ উপার্জনের সুযোগ থাকে। কর্মজীবনে পেশা নির্বাচনের সময় এই ধরনের অনৈতিক উদ্দেশ্য দূর করা উচিত।

কর্মজীবনের মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে অন্তবর্তীকালীন চাকরি নিন: অনেকেই ছাত্রজীবন শেষ করে জীবনের উদ্দেশ্যের আলোকে চাকরি পায় না। তাদেরকে

---

১. হতাশায় কেউ কেউ আন্দোলন সংগঠন সম্পর্কেও নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। মূলত এটি আন্দোলন সম্পর্কে ভুল ধারণা।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জীবনে সফলতা ও ব্যর্থতা

জীবনে সফলতা ও ব্যর্থতা

মানুষ জীবনে সফল হতে চায়। একজন ছাত্র মনে করেন পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করলেই সফলতা। কৃষক মনে করেন ভালো ফসল হলেই সফলতা। চাকরিজীবী মানুষেরা পদ ও পদোন্নতির মাঝেই চাকুরীজীবনে সফলতা পেতে চান। একেকজন একেকভাবেই সফল হতে চান; প্রত্যেক মানুষই সফল হতে চায়। কিন্তু সফলতার দৃষ্টিভঙ্গি সকলের এক নয়। সমাজে এমন অনেকেই আছেন যারা দুনিয়ার সফলতাকেই প্রকৃত সফলতা মনে করে; আবার কেউ কেউ দুনিয়াবিরাগী হয়ে আখিরাতের সফলতার সন্ধানে মরিয়া, কিন্তু ইসলাম আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাত উভয়স্থানেই সফল হতে শিক্ষা দেয়।

আমরা দুনিয়া ও অখিরাতের হাসানাহ- কল্যাণ চাই

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের সূরা আল-বাক্বারার ২০০-২০২ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, অনন্তর তোমরা যখন তোমাদের মানাসিক পূর্ণ করলে, তখন তোমরা তোমাদের পিতামাতাকে স্মরণ করার মতোই কিংবা তারও বেশি আল্লাহকে স্মরণ কর। অতপর, যেসকল লোক বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে পৃথিবীতে দাও, তাদের জন্য পরকালে কোনো পাওনা নাই। আর তাদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদিগকে পৃথিবীর স্বাচ্ছন্দ দাও এবং পরকালের স্বাচ্ছন্দ দাও আর আমাদিগকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। তাদের জন্য তাদের উপার্জিত পাওনা রয়েছে। আর আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

ইবনে আব্বাস বলেন, তাদের মধ্যে যারা বলে, হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে ইহকালে কল্যাণ দিন অর্থাৎ জ্ঞান, ইবাদত ও গুনাহ হতে, হিফাজত, শাহাদাত ও গনীমত এবং পরকালেও কল্যাণ অর্থাৎ, জান্নাত ও তাঁর নেয়ামতসমূহ এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে আমাদেরর রক্ষা করুন অর্থাৎ কবরে ও জাহান্নামের

পরিশিষ্ট-১

PREFIXES (উপসর্গ) - SUFFIXES (প্রত্যয়)

কয়েকটি কমন Prefix (উপসর্গ) এবং সেগুলোর অর্থ

Prefix (উপসর্গ)	Meaning (অর্থ)
dis	শব্দের শুরুতে dis (Prefix বা উপসর্গ) যুক্ত হলে মূল শব্দের 'বিপরীত', 'অকৃতকার্যতা/অক্ষমতা, 'দূর করা/হওয়া' ইত্যাদি অর্থ প্রদান করে। যেমন: advantage (সুবিধা) থেকে disadvantage (অসুবিধা), appear (আগমন/ দৃশ্যমান হওয়া) থেকে disappear (প্রস্থান/অদৃশ্যমান হওয়া), approval (অনুমোদন) থেকে disapproval (অননুমোদন), charge (দায়িত্ব দেয়া) থেকে discharge (দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া), regard (স্থির দৃষ্টি দেয়া) থেকে disregard (হালকা দৃষ্টি দেয়া/to ovelook অর্থাৎ, দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়া)
mis	mis (Prefix বা উপসর্গ) যুক্ত হলে 'খারাপভাবে' 'ভুলভাবে' ইত্যাদি অর্থ প্রদান করে। যেমন: adventure (দুঃসাহসী অভিযান) থেকে misadventure (খারাপভাবে পরিচালিত অভিযান/দুর্ভাগ্যজনক অভিযান), conduct (ব্যবহার) থেকে misconduct (দুর্ব্যবহার), fortune (ভাগ্য) থেকে misfortune (দুর্ভাগ্য), fit (মানানসই) থেকে misfit (বেমানান/মানানহীন), understand (বুঝা) থেকে misunderstand (ভুল বুঝা/to understand poory বা কোনো রকমে বুঝা)
sub	sub (Prefix বা উপসর্গ) যুক্ত হলে 'নিচ' 'নিম্ন', 'অধীনস্ত' ইত্যাদি অর্থ প্রদান করে। যেমন: committee (কমিটি) থেকে subcommittee (ক্ষুদ্র কমিটি/ কমিটির অধীনে ছোট কমিটি), concisous (সচেতন) থেকে subconscious (অবচেতন), title (শিরোনাম) থেকে subtitle (উপ-শিরোনাম), tropical (গ্রীষ্মমণ্ডলীয়) থেকে subtropical (প্রায় গ্রীষ্মমণ্ডলীয়), way (পথ/রাস্তা) থেকে subway (a way below ground গ্রাউন্ডের নিচের পথ বা রাস্তা)
un	un (Prefix বা উপসর্গ) যুক্ত হলে 'নয়' 'না' 'কোনো কাজের বিপরীত' ইত্যাদি অর্থ প্রদান করে। যেমন: able (সক্ষম) থেকে unable (অক্ষম), cover (ঢেকে রাখা) থেকে uncover (খোলা/না ঢাকা), lock (তালাবদ্ধ করা) থেকে unlock (তালা খোলা), decided (গৃহীত সিদ্ধান্ত) থেকে undecided (সিদ্ধান্তহীন অবস্থায় রয়েছে এমন) conscious (সচেতন) থেকে unconscious (অসচেতন), readable (পড়ার উপযোগী) থেকে unreadable (not readable বা পড়ার অনুপযোগী/পড়ার উপযোগী নয়)
under	under (Prefix বা উপসর্গ) যুক্ত হলে 'নিম্ন', 'নিচু', 'অপরিপূর্ণভাবে' 'অধীনস্ত' ইত্যাদি অর্থ প্রদান করে। যেমন: carriage (যাত্রীবাহী বাহন) থেকে undercarriage (বিমানের অবতরণের কাজে ব্যবহৃত অববাহন), coat (কোট/মোটা জামা) থেকে undercoat (নিচে পরিধেয় কোট/মোটা জামা), paid (পরিশোধিত) থেকে underpaid (অপর্যাপ্ত বেতনের/নিম্ন আয়ের), value (মূল্য) undervalue (সত্যিকারের মূল্যেও চেয়ে কম মূল্য ধরা/অবমূল্যায়ন)